আধাঁরের বুক চিরে সত্যেরে করি উন্মোচন

উৎসবে বর্ণিল সাজসজ্জা

উৎসবে আনন্দ শোভাযাত্রায় সহস্র মানবাধিকার নাট্যকর্মী

ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন মানুষের মর্যাদাপূর্ণ বিকাশ। এ বিকাশ মানুষের অধিকার। প্রতিটি মানুষই স্বাধীন ব্যক্তি হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য কিছু অধিকার নিয়ে জন্মায়। কিন্তু মানব সৃষ্ট নানা কারণে মানুষ তাঁর অধিকারগুলো সঠিকভাবে চর্চা করতে পারে না। আমাদের দেশের দিকে তাকালে বিষয়টি প্রকটভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো মৌলিক চাহিদা থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের অধিকার পূরণে বৈষম্য সৃষ্টি করা হচ্ছে। এ বৈষম্যের সৃষ্টি পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত। যদিও বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানে নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্রসহ সকল নাগরিকের সমান অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে, তথাপি 'সমান অধিকার' শব্দটি আজ কেবল সংবিধান ও বই-পুস্তকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে আর বাস্তবে বিভিন্নভাবে লঙ্ঘিত হয়ে চলেছে মানুষের অধিকার। মানুষের বেঁচে থাকা ও বিকাশের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যে মর্যাদার, সে বিষয়েই মানুষকে সচেতন করে তুলতে দীর্ঘ চার বছর যাবত জাতীয় পর্যায়ে মানবাধিকার নাট্য উৎসব আয়োজন করে চলেছে বাংলাদেশ মানবাধিকার নাট্য পরিষদ (মানাপ)।

উৎসবে যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে প্রদর্শিত নাটক

উৎসবে নাটক দেখায় মগ্ন দর্শকবৃন্দ

এবার 'আধাঁরের বুক চিরে সত্যেরে করি উন্মোচন' এই শ্লোগানকে মূলমন্ত্র করে রাজধানী ঢাকার ধানমন্ডি রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে উদ্‌যাপিত হয় তিন দিন ব্যাপী চতুর্থ জাতীয় মানবাধিকার নাট্য উৎসব ২০১০। ১২ মার্চ থেকে শুরু হয়ে উৎসব শেষ হয় ১৪ মার্চ। ১২ মার্চ শুক্রবার বিকেলে বাংলাদেশ মানবাধিকার নাট্য পরিষদ আয়োজিত তিনদিন ব্যাপী এই উৎসবের শুভ উদ্বোধন করেন সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক। উপস্থিত ছিলেন স্বনামধন্য নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ ও মান্নান হীরা। তারা তাদের মূল্যবান বক্তব্যও রাখেন। উৎসবের সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সহসভাপতি আব্দুল মতিন খান।

উৎসবের প্রথম দিন ১২ মার্চ শুক্রবার রাজনৈতিক অস্থিরতা, মাদক, এসিড, নারী নির্যাতন, পাহাড়ী-বাঙ্গালী সহিংসতাসহ মানাবধিকার বিষয়ক ইস্যুতে ০৭ টি নাটক মঞ্চস্থ হয়। নাটকগুলো হচ্ছে- জয়পুরহাট মানাপের 'কালবেলা, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর কর্মজীবী শিশু নাট্যদলের 'রাজা ও রাজাদ্রোহী', পাবনা মানাপের 'অঙ্গার', খুলনার রূপান্তর পটগান দলের 'পটগান', ময়মনসিংহ মানাপের 'চম্পাদাসী', সিরাজগঞ্জ মানাপের 'চেনা মানুষেরা' এবং ঢাকার প্রাচ্যনাটের নাটক 'দুই দুগুনে চার'। মানবাধিকার নাট্য পরিষদ

কর্তৃক আয়োজিত এই উৎসবে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে মানবাধিকার নাট্য পরিষদ ও বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন অন্তর্ভূক্ত দলসহ সর্বমোট ২৫টি নাট্যদল অংশগ্রহণ করে এবং তারা তাদের নাটক পরিবেশন করে।

উৎসবে প্রদর্শিত নাটক

উৎসবের দ্বিতীয় দিন ১৩ মার্চ শনিবার সকাল ১০টায় একটি বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রায় অংশ নেয় বিভিন্ন নাট্যদলের কলাকুশলীসহ সারা দেশের মানবাধিকার নাট্য পরিষদের কলাকুশলীরা, শোভাযাত্রাটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শুরু করে টিএসসি মোড় হয়ে শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে গিয়ে শেষ হয়। এদিন বিকেলে রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে ০৭ টি নাটক মঞ্চস্থ হয়- নওগাঁ মানাপের' পৌনঃপুণিক', বিটা-চট্টগ্রামের 'পাইংঞারে', নেত্রকোণা মানাপের 'ভণ্ড দেশের ভণ্ড প্যাঁচাল', গাইবান্ধা মানাপের 'মামুলি', ঝিনাইদহ মানাপের 'জনৈকের মহাপ্রয়াণ', ঢাকার অপেরা নাটকের দলের 'কৈবল্য' এবং থিয়েটার আর্ট ইউনিট, ঢাকার নাটক 'খ্যাপা পাগলার প্যাঁচাল'।

শেষ দিন ১৪ মার্চ রবিবার মঞ্চস্থ হয় বিভিন্ন দলের মোট ছয়টি নাটক। নাটকগুলো যথাক্রমে কিশোরগঞ্জ, মানাপ এর 'বাধ বেনিয়া', জাহাঙ্গীরনগর থিয়েটারের 'গিরগিটি,' তীরন্দাজ নাট্যদলের 'কারখানা', ঢাকা ইয়েস নাট্যদলের 'সরিষা খেরাপী', ঐকিক থিয়েটারের 'আশ্চর্য উপশম' এবং কুষ্টিয়া মানাপ'র 'বিষবৃক্ষ'। তিনদিন ব্যাপী এই নাট্যোৎসবে প্রদর্শিত সব কয়টি নাটক, অভিনয়শৈলী, বিষয় নির্বাচনের জন্য ব্যাপক প্রশংসিত হয়। আয়োজকদের সাথে কথা বলে জানা যায়, উৎসবে নাটকের মাধ্যমে সন্ত্রাস, মাদক, নারী নির্যাতন ও নারী অধিকার আদায় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। নাটকগুলো ছিল মূলত পথনাটক। মানাপের বিভিন্ন জেলা শাখা তাদের নিজ নিজ এলাকায় উক্ত নাটকগুলো মঞ্চস্থ করে থাকে।

উৎসবের শেষ দিনে গুণীজনদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। নাট্য ব্যক্তিত্ব ফেরদৌসী মজুমদার, দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ সরদার ফজলুল করিম এবং প্রাবন্ধিক অধ্যাপক যতীন সরকারকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। প্রতিদিন উৎসবের শুরুতে ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়, ঘোষণাপত্রে মানবাধিকার নাট্যকর্মীরা নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করে সকল প্রকার নারী নির্যাতন বন্ধ এবং যাবতীয় বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ, দেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া ষড়যন্ত্রকারী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অবিলম্বে সম্পন্ন করা, সংবিধান সংশোধন করে যাবতীয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক আর্থিক ব্যবস্থাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা, জনগণের মৌলিক চাহিদা সমূহ সমতার ভিত্তিতে পরিপূরণের জন্য রাষ্ট্রকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে এবং দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার দাবী জানান।

৪র্থ জাতীয় মানবাধিকার নাট্য উৎসবের বিভিন্ন দৃশ্য

এ ছাড়াও নেতৃবৃন্দ, নারী পুরুষের সমতা নিশ্চিত কল্পে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিকে পুনর্বিবেচনা পূর্বক প্রকৃত অর্থে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়

একটি সময়োপযোগী, অসাম্প্রদায়িক, বিজ্ঞান নির্ভর, একমানের একমূখী শিক্ষা ব্যবস্থা অবিলম্বে কার্যকর করা, সকল প্রকার বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা, পিলখানা হত্যাকাণ্ডসহ সকল প্রকার বোমা ও গ্রেনেড হামলার দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্ত শেষে প্রকৃত দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করে জনমনে বিভ্রান্তি দূর করা এবং নাগরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সহ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও কৃষকের ন্যায়সঙ্গত অধিকার নিশ্চিত করার জন্য অধিকতর কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করার দাবী জানান।

উদ্বোধনী আলোচনায় আলোচকবৃন্দ

সমাপনী দিনে গুণিজন সম্মাননা পর্বে আলোচকবৃন্দ

উৎসবের সমাপনী দিনের নাট্য প্রদর্শনী

৪র্থ জাতীয় মানবাধিকার নাট্য উৎবের দর্শকের একাংশ

৪র্থ জাতীয় মানবাধিকার নাট্য উৎবের বর্ণিল শোভাযাত্রা

বাংলাদেশ মানবাধিকার নাট্য পরিষদ (মানাপ) এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক কামাল লোহনীর সভাপতিত্বে উৎসবের শেষ দিনে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোতাহার আখন্দ, মানবাধিকার কর্মী ও টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, নাট্যজন মান্নান হীরা, সাংবাদিক মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল মানবাধিকার কর্মী মেঘনা গুহঠাকুরতা প্রমুখ। সমাপনী বক্তব্যে কামাল লোহানী দর্শক, নাট্যদল, কর্মীসহ সকল শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে উৎসবের সমাপনী ঘোষণা করেন। উপস্থিত নাট্যকর্মী ও দর্শক জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে উৎসবকে বিদায় জানান।